z

আলোকিত বাংলাদেশ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকীতে গতকাল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির সমাধিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান ● আলোকিত বাংলাদেশ

ঢাবিতে কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) গতকাল জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়েছে। দিনটি উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নানা কর্মসূচির আয়োজন করে। ভোর ৬টা ৩০ মিনিটে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানসহ অন্যান্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমবেত হন। সেখান থেকে কবির সমাধির উদ্দেশে একটি শোভাযাত্রা শুরু হয়, এরপর সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ করা হয়।

পরে কবির সমাধির পাশের খোলা মঞ্চে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া ফজরের নামাজের পর কবির আত্মার

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

ঢাবিতে কাজী নজরুল ইসলামের

● শেষ পৃষ্ঠার পর

মাগফেরাত কামনায় ঢাবির কেন্দ্রীয় মসজিদ "মসজিদুল জামিয়া"য় কোরআনখানি ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

The New Nation

Dhaka University VC Professor Dr Niyaz Ahmad Khan places wreaths at the National Poet Kazi Nazrul Islam's grave commemorating his 49th death anniversary on Wednesday. ■ NN Photo

দৈনিক বাংলা

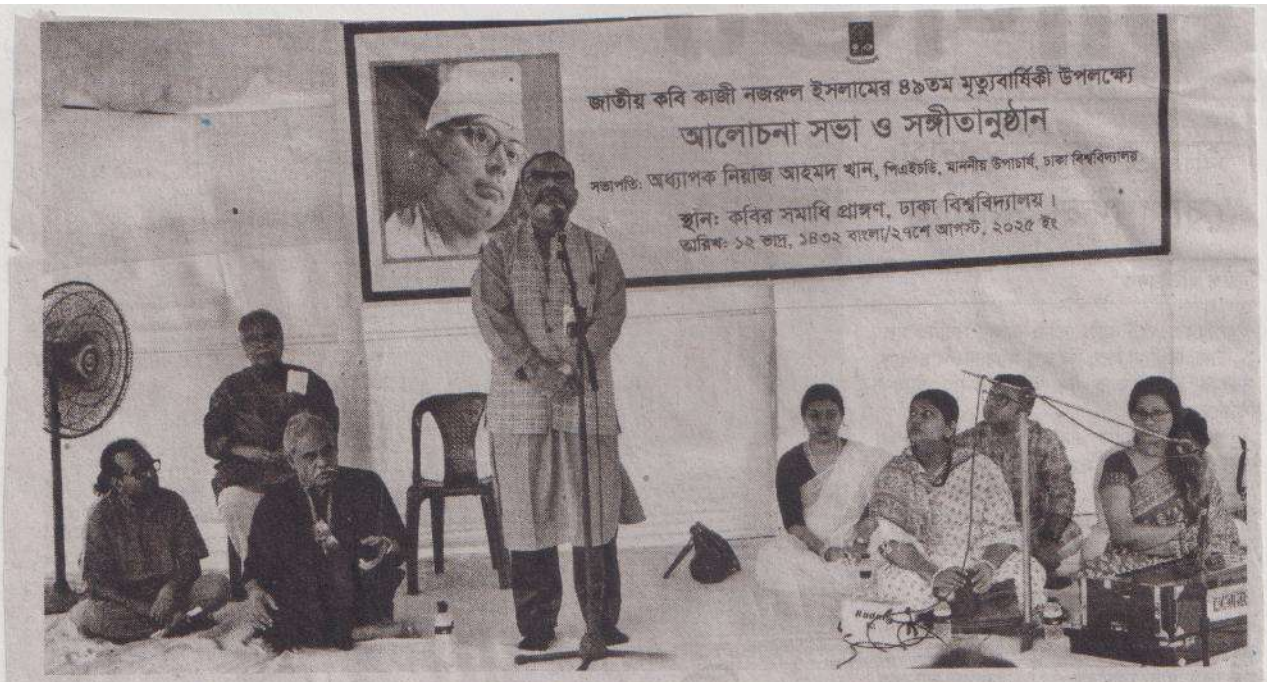

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকীতে গতকাল কবির সমাধি প্রাঙ্গণে আয়োজিত আলোচনা সভা ও সঙ্গীতানুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। ছবি: ফোকাস বাংলা

প্রয়াণ দিবসে ফুল আর গানে কাজী নজরুলকে স্মরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক

গান, আলোচনা ও ফুলের শ্রদ্ধায় দিনব্যাপী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়।

গতকাল বুধবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে নজরুলের সমাধীতে ভিড় জমান কবির পরিবারের সদস্য ও অনুরাগীরা। আয়োজন করা হয় আলোচনা সভা ও সংগীতানুষ্ঠান।

নজরুলকে নতুন প্রজন্মের মাঝে জানাতে কেবল দিবসকেন্দ্রিক স্মরণ করাটাই যথেষ্ট নয় বলে মন্তব্য করেন কাজী নজরুল ইসলামের নাতনী খিলখিল কাজী।

তিনি বলেন, 'নজরুল কতটা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গেছেন, তা নতুন প্রজন্মকে জানাতে হবে।'

বাংলা ১৩০৬ সনের ১১ জ্যৈষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কবি নজরুল ইসলাম। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তাকে বাংলাদেশে এনে নাগরিকত্ব ও জাতীয় কবির মর্যাদা দেওয়া হয়। বাংলা ১৩৮৩ সনের ১২ ভাদ্র তিনি মারা যান।

এদিন বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকেও নজরুলের সমাধীতে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

নজরুল ইন্সটিটিউট থেকেও কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মন্তব্য করে মোহাম্মদ আজম বলেন, 'নজরুলকে নিয়ে কিছু অনুবাদের কাজ নজরুল ইন্সটিটিউটে হচ্ছে। ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমি বলেছি, তারা যেন কাজ করতে গিয়ে তাড়াহুড়ো না করে। কারণ এ ধরনের কাজ তাড়াহুড়োতে ভালো হয় না।'

শ্রদ্ধা জানাতে এসে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, 'নজরুলের রচনা এ দেশের মানুষের অন্যতম অনুপ্রেরণা। স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে গণতন্ত্র এবং মানুষের অধিকার আদায়ে যারা আন্দোলন-সংগ্রামে ভূমিকা রাখছেন তারা নজরুলের চেতনার উত্তরসূরি।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, নজরুল ইন্সটিটিউট, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, নজরুলসংগীত শিল্পী সংস্থা, শিল্পকলা একাডেমি, বাংলা একাডেমি, নজরুল প্রমিলা পরিষদ, জাতীয়তাবাদী লেখক ফোরাম, নজরুল একাডেমি, জাসাস, বাঁশরী- নজরুল চর্চা কেন্দ্র, শহীদ আবুল বরকত স্মৃতি সংগ্রহশালা, জিয়া শিশু কিশোর মেলার পক্ষ থেকে নজরুলের সমাধীতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। কেউ কেউ মোনাজাতও করেন।

সভাপতির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়াজ আহমেদ খান বলেন, 'অসাধারণ বৈচিত্র্যময় জীবন নজরুলের। সাংবাদিক ছিলেন, রণাঙ্গনের যোদ্ধা ছিলেন। সাহিত্যে যেখানে হাত দিয়েছেন- সোনা ফলিয়েছেন। জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করেছেন।'

উপাচার্য বলেন, 'আমাদের চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের যে মূল চেতনা, অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা– সেটি নজরুল করে দেখিয়েছেন। এজন্য নজরুল এখনো ভীষণ প্রাসঙ্গিক।'

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৩ ভাদ্র ১৪৩২

DU in Media

28 August 2025

বণিক বার্তা

শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে চাই টেকসই বিনিয়োগ

ড. সায়মা হক বিদিশা

বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকে গত কয়েক দশকে ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলেও একটি দেশের উন্নয়ন তখনই সর্বজনীন, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই হবে, যখন পুরুষের পাশাপাশি দেশের নারী জনগোষ্ঠীও উন্নয়নের মূলস্রোতে সম্পৃক্ত হবেন। মোট জনসংখ্যার অর্ধাংশ নারী হলেও বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমবাজারে তাদের অংশগ্রহণের হার এখনো কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছোয়নি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, বর্তমানে নারীর শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার ৪২ দশমিক ৭০ শতাংশ, যেখানে পুরুষের অংশগ্রহণ ৮০ শতাংশের কাছাকাছি। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় নারীর অংশগ্রহণে কিছুটা অগ্রগতি ঘটলেও তা স্থিতিশীল নয় এবং কাঠামোগত কিছু সীমাবদ্ধতা এ অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে।

দেশের বৃহৎ একটি অংশের নারী শ্রমিক এখনো কৃষি খাতে নিয়োজিত। তবে এ খাতের বড় একটি অংশই অনানুষ্ঠানিক এবং অনেক ক্ষেত্রে অবৈতনিক হিসেবে বিবেচিত। মূলধারার শ্রমবাজারের পাশাপাশি গৃহস্থালি শ্রম অর্থনৈতিকভাবে স্বীকৃতি না পাওয়ায় তা জাতীয় উৎপাদনে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না। অন্যদিকে পোশাক শিল্প, যেখানে একসময় নারীর অংশগ্রহণ ছিল ৮০ শতাংশের মতো, সেটি বর্তমানে অনেক কমে এসেছে। খাতটির প্রযুক্তিনির্ভরতা, বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা এবং কর্মপরিবেশ-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ এর পেছনে ভূমিকা রাখছে।

শিল্প ও সেবা খাতে বিশেষ করে উৎপাদন, তথ্যপ্রযুক্তি ও স্বাস্থ্যসেবার মতো ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ এখনো কম। অথচ এসব খাতেই অধিক দক্ষতা, উচ্চ মজুরি ও পেশাগত বিকাশের সুযোগ রয়েছে। এ খাতে নারীদের প্রবেশে দক্ষতার ঘাটতি, প্রশিক্ষণের অভাব, সামাজিক কাঠামো জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মপরিবেশের অভাব এবং প্রয়োজনীয় নীতিগত সহায়তা বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে শুধু অংশগ্রহণের হার নয়, বরং কাজের ধরন ও গুণগত মানও বিশ্লেষণের দাবি রাখে। অধিকাংশ নারী এখনো অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করছেন। তাদের অনেকে দিনমজুর, গৃহকর্মী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা পারিবারিক সহায়তাকারী হিসেবে কাজ করেন। এদের অধিকাংশই ন্যায্য মজুরি, সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত। ফলে এ বিশাল নারী শ্রমশক্তি দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও শ্রম অধিকারের বিবেচনায় পিছিয়ে রয়েছে। পাশাপাশি উচ্চ মজুরির, উচ্চ দক্ষতার ও নীতিনির্ধারণী কাজ যেমন ব্যবস্থাপকের কাজে নারীদের অংশগ্রহণ এখনো অনেক কম।

অন্যদিকে গৃহস্থালি শ্রম বাংলাদেশের প্রায় সব নারী কোনো না কোনো পর্যায়ে করে থাকেন তাও অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ এ শ্রম ছাড়া কোনো পরিবারের দৈনন্দিন কার্যক্রম চালানো সম্ভব নয়। এ কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি না দিলে নারীর শ্রমশক্তির প্রকৃত অবদান পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের দিক থেকে নারীদের জন্য আরো বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রয়োজন। বিশেষ করে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত (STEM) ভিত্তিক শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। উচ্চ শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, আবাসন, নিরাপত্তা ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়াতে হবে। শুধু প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি নয়, শ্রমবাজার-উপযোগী কারিগরি ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি।

কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণে অন্যতম চ্যালেঞ্জ পরিবার ও কর্মজীবনের ভারসাম্য রক্ষা। এ পরিপ্রেক্ষিতে শহর ও গ্রামাঞ্চলে ডে-কেয়ার কেন্দ্র, মাতৃত্বকালীন ছুটি, কর্মস্থলে হয়রানি প্রতিরোধ নীতি এবং জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মপরিবেশ অপরিহার্য। জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মপরিবেশ ও শ্রম অধিকার নিশ্চিতে ব্যক্তি খাতকে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি জেন্ডার বাজেটের সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর অর্থনীতিক ক্ষমতায়নে ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব।

শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প হতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। এক্ষেত্রে নারীদের আরো বেশি সম্পৃক্ত করতে হলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে সহজ শর্তে ঋণ, প্রশিক্ষণ, বাজারসংযোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে। অনেক নারী উদ্যোক্তা মূলধন, বাজার ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে এগোতে পারেন না। এসব বাধা দূর করতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সাপ্লাই চেইনে অন্তর্ভুক্ত করা ও ট্রেড লাইসেন্সসহ বিভিন্ন ধাপ সহজ করা হতে পারে কার্যকর পদক্ষেপ। পাশাপাশি জনমিতির যে সুবিধাজনক অবস্থানে বাংলাদেশ এখনো রয়েছে সেটিকে কাজে লাগাতে হলে নারীদের প্রযুক্তি নির্ভর শ্রমবাজারের জন্য তৈরি করতে হবে এবং এজন্য বিনিয়োগ বাড়াতে হবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে এবং সহায়তা দিতে হবে সঠিক নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন কেবল নারী উন্নয়ন নয়, বরং দেশের সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা, মাথাপিছু আয় ও দারিদ্র্য হ্রাসের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এবং বিশ্বব্যাংকের বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা গেছে, নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ বাড়লে একটি দেশের জিডিপি উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে পারে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটও এর ব্যতিক্রম নয়।

শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও এর গুণগত পরিবর্তন কোনো একক খাত বা নীতিসংশ্লিষ্ট বিষয় নয়। এটি একটি সমন্বিত রূপান্তর প্রক্রিয়া, যার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, দক্ষতা, ন্যায্য মজুরি, কর্মস্থলের নিরাপত্তা, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির ইতিবাচক পরিবর্তন। রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তি খাতের যৌথ প্রয়াসেই এ রূপান্তর সম্ভব। (অনুলিখিত)

ড. সায়মা হক বিদিশা : উপ-উপাচার্য (প্রশাসন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

The Country Today

Memorial meeting held for Prof Dr M Shamsher Ali at DU

DU Correspondent

A memorial service for Professor Dr. M. Shamsher Ali was held at the RC Majumder Arts Auditorium t on Wednesday, at the initiative of the Department of World Religions and Cultures, Dhaka University.

Bangladesh Open University Vice-Chancellor Prof Dr. ABM Obaidul Islam, Founding Chairman of the Department of World Religions and Cultures of Dhaka University Prof Dr. Kazi Nurul Islam, Director General of Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT) Dr. M Abdul Aziz, Chairman of the Department of Physics of Dhaka University

Continued to page 2

Memorial meeting held

Prof Dr. Aminul Islam Talukder, Prof of the Department of Philosophy Dr. Shah Kawsar Mustafa Abululai, Professor of the Department of History Dr. Milton Kumar Deb, Chairman of the Department of World Religions and Cultures Professor Dr. Md. Abu Sayem and Professor Md. Ilias, Rabia Nazreen of Quantum Foundation, and the late's granddaughter Faria, among others, participated in the discussion.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

The Bangladesh Today

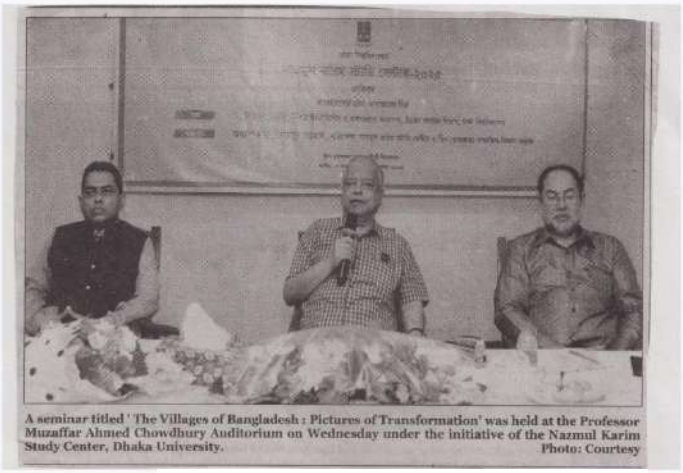

A seminar titled ' The Villages of Bangladesh : Pictures of Transformation' was held at the Professor Muzaffar Ahmed Chowdhury Auditorium on Wednesday under the initiative of the Nazmul Karim Study Center, Dhaka University. Photo: Courtesy

দৈনিক নয়া দিগন্ত

ঢাবিতে বাংলাদেশের গ্রাম রূপান্তরের চিত্র শীর্ষক সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাজমুল-করিম স্টাডি সেন্টারের উদ্যোগে 'বাংলাদেশের গ্রাম : রূপান্তরের চিত্র' শীর্ষক এক সেমিনার গতকাল বুধবার অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও নাজমুল করিম স্টাডি সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. তৈয়বুর রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অর্থনীতিবিদ ও সাবেক বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মাহবুবউল্লাহ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস। বিস্তারিত

The Country Today

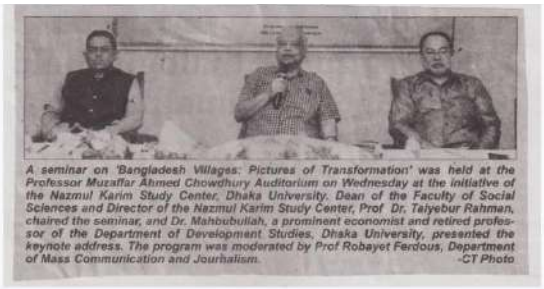

A seminar on 'Bangladesh Villages: Pictures of Transformation' was held at the Professor Muzaffar Ahmed Chowdhury Auditorium on Wednesday at the initiative of the Nazmul Karim Study Center, Dhaka University. Dean of the Faculty of Social Sciences and Director of the Nazmul Karim Study Center, Prof Dr. Taiyebur Rahman, chaired the seminar, and Dr. Mahbubullah, a prominent economist and retired professor of the Department of Development Studies, Dhaka University, presented the keynote address. The program was moderated by Prof Robayet Ferdous, Department of Mass Communication and Journalism. -CT Photo

দৈনিক ইত্তেফাক

ডাকসু নির্বাচনে প্রচারণায় ব্যস্ত প্রার্থীরা

গণসংযোগে ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান

'স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য' প্যানেলের ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমা

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের সংবাদ সম্মেলন

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন ছাত্রশিবিরের ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক কায়েম

দলীয় প্রার্থীদের সঙ্গে প্রচারণার মাঠে বেকায়দায় স্বতন্ত্র প্রার্থীরা

● ভোটকেন্দ্র বাড়ানো ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি ছাত্রদলের ● আচরণ বিধি লঙ্ঘনের প্রতিযোগিতা চলছে : বাগছাস ● হত্যাচেষ্টা মামলায় ভিপি প্রার্থী কারাগারে

■ আমিনুল ইসলাম মজুমদার

দীর্ঘ ছয় বছর পর বহুল প্রতীক্ষিত ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ নির্বাচনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা। তালিকা অনুসারে কেন্দ্রীয় সংসদে ২৮টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছেন ৪৭১ জন এবং ১৮টি হল সংসদ নির্বাচনে ১ হাজার ৩৫ জন প্রার্থী। আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে নির্বাচনি প্রচারণা, তবে এর অনেক আগেই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পরপরই প্রার্থীরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিজেদের পরিচিতি বাড়ানোর কাজে মনোনিবেশ করেছেন। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায়, আবাসিক হলসহ বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে নিজেদের পক্ষে সাড়া জাগানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। পাশাপাশি নানা সমস্যার সমাধান ও শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের দাবিগুলো পূরণের আশ্বাসও দিচ্ছেন প্রার্থীরা। এবারের ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টায় ভোটগ্রহণ শুরু হবে। ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রার্থীরা প্রচার চালাতে পারবেন। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত প্রচারের সুযোগ থাকবে। এদিকে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ নির্বিঘ্ন করতে কেন্দ্র বাড়ানো ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে ছাত্রদল। অন্যদিকে, প্রচারে আচরণবিধি লঙ্ঘন নিয়মে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন 'বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ' প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আব্দুল কাদের। এছাড়াও গতকাল হত্যাচেষ্টা মামলায় ডাকসুর ভিপি প্রার্থী জালালকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত।

এদিকে নির্বাচনি আমেজের ভিড়ে বেশ বিপাকে পড়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। ছাত্রসংগঠনের প্রার্থীদের তুলনায় তারা নির্বাচনি মাঠে টিকে থাকতে পারছেন না। আর্থিক সীমাবদ্ধতা, কর্মীসংকট ও প্রচারণার সীমিত সুযোগ তাদের লড়াইকে আরো কঠিন করে তুলছে। অন্যদিকে, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রার্থীরা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনি ময়দানে নেমেছেন। জানা গেছে, ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের মনোনীত প্রার্থীদের জন্য নির্বাচনি ব্যয়ভার বহনে আর্থিক সহায়তাও দিচ্ছে। ফলে প্রচারণার দিক থেকে সংগঠনের প্রার্থীরা আরো শক্ত অবস্থানে থাকলেও, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা দিনদিন পিছিয়ে পড়ছেন।

স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তারা শুরু থেকেই একপ্রকার অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হচ্ছেন। সংগঠনের প্রার্থীদের মতো শক্তিশালী প্রচার, আর্থিক সহায়তা কিংবা বিপুলসংখ্যক কর্মী তাদের হাতে নেই। ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছাতে গিয়ে অনেক সময় নানা সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হচ্ছেন তারা।

এ বিষয়ে স্বতন্ত্র প্যানেল 'ডিউ ফার্স্ট' এর ভিপি প্রার্থী জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ খালিদ বলেন, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে যারা কোনো বলয়ের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পৃক্ত না, বরং শুরু থেকেই নিজেরা বিভিন্ন একটিভিজম

পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

দলায় প্রার্থীদের সঙ্গে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করে আসছে, তাদের জন্য নির্বাচন ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠছে। একে তো যেখানে বড় ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের দলীয় জনবল নিয়ে শোডাউন দেওয়া, বিভিন্ন লজিস্টিক সাপোর্ট কিংবা হতে পারে মিডিয়া ও আর্থিক, সবদিক থেকে তারা এগিয়ে। পাশাপাশি অনেকেই বিভিন্ন আচরণবিধি লঙ্ঘন করছেন, সেক্ষেত্রে প্রশাসনের পক্ষপাতমূলক আচরণ লক্ষ্য করছি। সবমিলিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের যায়গাটা সংকীর্ণ হয়ে আসছে।

তিনি বলেন, বর্তমানে শুরু হয়েছে পোস্টার, ব্যানারসহ আনুষ্ঠানিক প্রচারণা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এর কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দেওয়া হয়নি। প্রার্থীদের যাদের পরিপূর্ণ আর্থিক সাপোর্ট রয়েছে, তারা বড় বড় পোস্টার, ব্যানার লাগিয়ে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছেন। আমরা আগে থেকেই ক্যাম্পাসে যেসব কাজ করে আসছি, এখন আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। 'স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য' প্যানেলের জিএস প্রার্থী আল সাদী ভূঁইয়া বলেন, ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষ্যে মিডিয়াগুলো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হিসেবে কাজ করছে না। তারা প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তিদের সুবিধা দেয়।

ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি ছাত্রদলের :

এদিকে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ নির্বিঘ্ন করতে কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো, আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে পরিচালিত বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গ্রুপ বন্ধের দাবি জানিয়ে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল।

গতকাল বুধবার বিকালে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ডাকসু নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে এ দাবি জানিয়েছে তারা। এ সময় ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম বলেন, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে প্রায় ৪০ হাজার ভোটারের জন্য মাত্র আটটি কেন্দ্র রাখা হয়েছে। ভোট দিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর গড়ে ৮ থেকে ১০ মিনিট সময় লাগবে। সেই হিসাবে একটি কেন্দ্রে সারা দিনে সর্বোচ্চ দেড় হাজার ভোট পড়তে পারে। অথচ প্রতিটি কেন্দ্রে ৪ হাজার থেকে ৫ হাজারের বেশি ভোটার রয়েছেন। এতে করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্বিঘ্নে ভোট দেওয়া নিয়ে একধরনের শঙ্কা তৈরি হয়েছে। এ কারণে ভোটকেন্দ্র বাড়ানোর দাবি জানিয়েছি। তিনি বলেন, আমরা ২০১৯ সালের ডাকসু নির্বাচনে দেখেছি, কীভাবে কৃত্রিম লাইন তৈরি করে অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। এবারও ভোট দিতে না পারার শঙ্কা কাজ করছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভিন্ন গ্রুপ বন্ধের দাবি জানিয়ে আবিদুল ইসলাম বলেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি, ডাকসু নির্বাচনকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গ্রুপগুলোতে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিটিআরসিকে (বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন) চিঠি দিয়েছে। কিন্তু তারপরও এসব গ্রুপ বন্ধ হয়নি, বরং তারা নাম পরিবর্তন করে একই কাজ করছে। ঘৃণার চর্চা হচ্ছে। এসব গ্রুপগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত বন্ধ করা না হবে, নির্বাচনের পরিবেশ শান্ত থাকবে না।

আচরণবিধি লঙ্ঘনের প্রতিযোগিতা চলছে বলে বাগছাসের অভিযোগ :

এদিকে ডাকসু নির্বাচনের প্রচারে আচরণবিধি লঙ্ঘন এখন যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের ভিপি প্রার্থী আব্দুল কাদের। গতকাল বুধবার মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন আচরণবিধি ঘোষণা করেছে ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে কেউ তা মানছে না। কমিশন সব দেখছে, তারপরও একদলকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সব প্যানেল প্রতিযোগিতার মতো আচরণবিধি লঙ্ঘন করছে, অথচ প্রশাসন নির্বিকার ভূমিকা পালন করছে।

হত্যাচেষ্টা মামলায় ভিপি প্রার্থী জালাল কারাগারে :

এদিকে রুমমেটকে মারধরের ঘটনায় করা মামলায় ডাকসু নির্বাচনের ভিপি প্রার্থী জালাল আহমদ জালালকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছে আদালত।

গতকাল বুধবার তাকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা শাহবাগ থানার এসআই আসাদুল ইসলাম। অপর দিকে তার আইনজীবী জামিন চেয়ে আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মিনহাজুর রহমান তার জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, গতকাল ২৬ আগস্ট রাতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৮-১৯ সেশনের শিক্ষার্থী রবিউল নিজের কক্ষে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। রাত সাড়ে ১২টার দিকে টেলিভিশন অ্যান্ড ফিল্ম বিভাগের শিক্ষার্থী জালাল হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হলের ৪৬২ নম্বর রুমে ঢুকে বৈদ্যুতিক লাইট জ্বালান এবং চেয়ার টানাহেঁচড়া করে বিকট শব্দ করতে শুরু করেন। তাতে রবিউলের ঘুম ভেঙে যায়। তিনি জালালকে শব্দ না করার অনুরোধ করলে জালাল তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে রবিউলের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়ায়। এক পর্যায়ে রবিউলকে মারধর করে জালাল। এ ঘটনায় গতকাল হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হলের প্রাধ্যক্ষ মো. সিরাজুল ইসলাম শাহবাগ থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

প্রথম আলো

ডাকসু নির্বাচনে বিভিন্ন প্যানেলে জিএস প্রার্থীরা একটি টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। শেষে কুশল বিনিময় করেন তাঁরা। বাঁয়ে আবু বাকের মজুমদার, এস এম ফরহাদ (কালো পাঞ্জাবি), শেখ তানভীর বারী ও মেঘমল্লার বসু। গতকাল সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন এলাকায়। ছবি : জাহিদুল করিম

কেন্দ্র বাড়ানোর দাবি ছাত্রদলের, পক্ষপাতের অভিযোগ শিবিরের

ডাকসু নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ নির্বিঘ্ন করতে কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেল। গতকাল বুধবার সংবাদ সম্মেলন করে তারা এই দাবি তুলে ধরে। একই দিন পৃথক সংবাদ সম্মেলন করে এই নির্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একটি ছাত্রসংগঠনের পক্ষে কাজ করছে বলে অভিযোগ করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট'।

তবে এই অভিযোগের বিষয়ে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, 'আমরা কোনো পক্ষের হয়ে কাজ করছি না। আচরণবিধির মধ্যে থেকে সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। কেউ অভিযোগ নিয়ে এলে সেগুলো আমলে নিয়ে সমাধান করছি।'

গতকাল বিকেলে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ডাকসু নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেল। এ সময় এই প্যানেলের ভিপি (সহসভাপতি) প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান, জিএস (সাধারণ সম্পাদক) প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামিম, এজিএস (সহসাধারণ সম্পাদক) প্রার্থী তানভীর আল হাদীসহ প্যানেলের অন্য প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম বলেন, 'ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে প্রায় ৪০ হাজার ভোটারের জন্য মাত্র ৮টি কেন্দ্র রাখা হয়েছে। ভোট দিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ৮ থেকে ১০ মিনিট সময় লাগবে। সেই হিসাবে একটি কেন্দ্রে সারা দিনে সর্বোচ্চ দেড় হাজার ভোট পড়তে পারে। অথচ প্রতিটি কেন্দ্রে চার থেকে পাঁচ হাজারের বেশি ভোটার রয়েছেন। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্বিঘ্নে ভোট দেওয়া নিয়ে একধরনের শঙ্কা তৈরি হয়েছে। এ কারণে ভোটকেন্দ্র বাড়ানোর দাবি জানিয়েছি।'

গতকাল বিকেলে ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেল 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে এই প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক ও জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদ বক্তব্য রাখেন। এ সময় প্যানেলের অন্য প্রার্থীরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক বলেন, 'নির্বাচন কমিশনারের একপক্ষীয় আচরণ দেখতে পাচ্ছি। আমরা বারবার বলছি, একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সবার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন একটি নির্দিষ্ট ছাত্রসংগঠনকে সুবিধা দিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন হঠাৎ হঠাৎ রাতের বেলা গায়েবি নোটিশ জারি করছে।'

ভিপি প্রার্থী জালালের বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টা মামলা

ডাকসু নির্বাচনে স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী জালাল আহমদ জালালের বিরুদ্ধে গতকাল হত্যাচেষ্টার মামলা হয়েছে। রুমমেটকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাজধানীর শাহবাগ থানায় এই মামলা করা হয়। দুপুরের দিকে শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খালিদ মনসুর প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, জালালকে ইতিমধ্যে আদালতে পাঠানো হয়েছে। তাঁকে গতকালই কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

চূড়ান্ত প্রার্থী ১০৩৫

হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি হলে ১৩টি পদে মোট ১ হাজার ৩৫ জন প্রার্থী চূড়ান্তভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এর মধ্যে ৭৩ জন প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন। আর এক প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হলে ৫৯ জন, বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলে ৩১ জন, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ৬২ জন, জগন্নাথ হলে ৫৫ জন, ফজলুল হক মুসলিম হলে ৫৮ জন, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে ৭৫ জন, রোকেয়া হলে ৪৫ জন, সূর্য সেন হলে ৭৫ জন, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে ৬০ জন, শামসুন নাহার হলে ৩৩ জন, কবি জসীমউদ্দীন হলে ৬৮ জন, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে ৭৩ জন, শেখ মুজিবুর রহমান হলে ৫৯ জন, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে ৩৬ জন, অমর একুশে হলে ৭৬ জন, কবি সুফিয়া কামাল হলে ৩৮ জন, বিজয় একাত্তর হলে ৬৮ জন এবং স্যার এ এফ রহমান হলে ৬২ জনের নাম চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকায় রয়েছে।